International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-IV, July 2022, Page No. 36-60
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i4.2022.36-60

An Overview on Bengali Reading Problems of Government Primary schools' Students and Development Strategies (Bangladesh): A study on Government Primary Schools at Nesarabad in Pirojpur

Md Gias Uddin

BBA, MBA (Dhaka University) Assistant Upazilla Education Officer, Ministry Of Primary and Mass Education, Bangladesh

Abstract

The purpose of this study is to try to facilitate achieving quality primary education by identifying the problems student face during reading and development strategies in acquiring reading skills of primary level students. The research involved face- to –face interviews with open ended questionnaire, observations, focus group discussion, document analysis, and existing literature review. Some significant problems were found in this study; Which are acting as obstacles in the acquisition of reading skills such as: lack of sincerity and professional knowledge of teachers, inadequacy of remedial measures for lagging students, limitation of subject time in student-pupil ratio, traditional teaching, curriculum design, teacher shortage, classroom crisis, traditional training, lack of skilled, skilled and technologically savvy human resources and environment for application of technological knowledge etc. Successful implementation of listening reading, effective use of prescribed charts in this study for class-wise identification of students' reading problems, preparation of student profiles and environment for taking measures to backbenchers, children friendly library, creation and ensuring willing and motivated skilled human resources, timely training and a number of recommendations has been made including simultaneous training, the successful implementation of which is expected to play an important role in achieving nationwide reading skills and quality primary education. One of the limitations of the study is that it was not possible to discuss the Noorani level and kindergarten curriculum and teachers. But the biggest challenge is to increase the interest and sincerity of teachers towards their profession and lessons.

Key Words: Education, primary, reading, student, teacher, pronunciation of sounds, fluency, technology

ভূমিকা: গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে জাতির উন্নয়নের দর্পণ। শিক্ষার ফলাফল দৃশ্যমান না হলেও যে কোন জাতির উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, কিংবা নৈতিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক নৈরাজ্য তথা সবকিছুই নির্ভর করছে ঐ জাতির শিক্ষার পরিবেশের উপর। আর শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থীরা বাংলাই পড়তে পারে না । তাই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমস্যা ও উন্নয়ন কৌশল চিহ্নিত করা একান্ত প্রয়োজন। According to OCED's report on reading for change, program for International Student Assessment [PISA], 2000) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের সফলতার জন্য পঠন দক্ষতা তাদের পারিবারিক আর্থ সামাজিক অবস্থা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান অর্জনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে পঠন। পঠনে দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের, কায়িক শ্রম এবং লো পেইড কাজে নিয়োজিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। পঠন এক ধরণের বিনোদন, শিশুকে তার চারপাশ তথা পৃথিবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার শ্রেষ্ট কৌশল হচ্ছে পঠন (Johnstone, 2021)।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য/ ঝড়ে পড়ার পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষা জীবনের শুরুতে কাঙ্ক্ষিত পঠন দক্ষতা অর্জন না করতে পারা। ঝড়ে পড়া রোধ ও ভয়মুক্ত শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পঠন দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। রুম টু রিডের মতে পঠন হচ্ছে জ্ঞান রাজ্যের প্রবেশদ্বার। পঠন প্রক্রিয়া জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করার সাথে সাথে শুধু জ্ঞানের দরজা খুলে দেয় না, বরং পাঠানুরাগী করে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের প্রতি ও ভাষার সৌন্দর্য ও প্রয়োগ বিষয়ে কৌতুহলী করে তোলে। পঠন হচ্ছে এক ধরণের বাকশিল্প *(Begum, Islam, Dutta, Hares, Sarker, Begum, & Islam, 2018)*।

সাধারণভবে পঠন দক্ষতা বলতে শুদ্ধ উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারার দক্ষতাকে বুঝায়। পঠন হলো সঠিক উচ্চারণ, মীড়, শব্দোচ্চতা, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি বজায় রেখে লিখিত বা মুদ্রিত পঠন বিষয়বস্তুর অর্থ উপলব্ধি কর (Begum et al., 2018) । পঠন বলতে লিখিত এবং মুদ্রিত বাক্যের অর্থ তৈরির সক্ষমতাকে বুঝায়। এটি প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি শৈল্পিক গুণও বটে (Day and Bamford, 1998)। মানব জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যোগাযোগ স্থাপনে পঠন দক্ষতার বিকল্প নেই। এই দক্ষতাটির যথাযথ, উপযোগী এবং ধারাবাহিক চর্চা শিক্ষার্থীদের সার্বিক জীবনে সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Begum et al., 2018)।

পঠন দিয়েই একজন শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। পঠন দক্ষতার মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানের বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করে পছন্দমত জ্ঞান আহোরণ করে জীবনকে গুছিয়ে নেয়। আমাদের দেশে বাংলা বিষয়ে যে ১৪টি প্রান্তিক যোগ্যতা রয়েছে তার মধ্যে ০৩ টি সরাসরি পঠন দক্ষতার সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন ১.স্পষ্ট, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারা, ২. ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে পড়ে মূলভাব বুঝতে পারা ৩.হাতের লেখা ও মুদ্রিত লেখা পড়তে পারা (Begum et al., 2018)।

গবেষণার তাৎপর্য: মানসম্মত বা গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ব হচ্ছে পঠন দক্ষতা। প্রাতিষ্টানিক শিখন বহুলাংশে পঠন দক্ষতার উপর নির্ভরশীল এবং সকল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ (Hlalethwa, 2013)। Vaughn, Bos, and Schum (1999) মনে করেন যে সকল শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্যায়ে পঠন দক্ষতা

অর্জন অথবা পঠন দক্ষতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে; তারা বিদ্যালয়ে যেতে ভয় করে এবং পরিণামে ঝড়ে পড়ে; যা তাদের, তাদের পরিবার সর্বোপরি তারা সমাজের আর্থ সামাজিক অঙ্গনে বোঝা হয়ে উঠে। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে পঠন দক্ষতার কোন বিকল্প নেই।

সরকার থেকে শুরু করে বিভিন আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ, শিক্ষকমণ্ডলী, বেসরকারি সংস্থাসমূহের নানামুখী চেষ্টা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী পঠন দক্ষতা রয়েছে; যা খুবই উদ্বেগজনক। যদিও আমাদের কারিকুলাম অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তর শেষে সে সাবলীলভাবে শুদ্ধ, প্রমিত উচ্চরণে, শব্দোচ্চতা, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি বজায় রেখে লিখিত বা মুদ্রিত পঠন বিষয়বস্তুর অর্থ উপলব্ধি করে পড়তে পারবে।

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় বিভিন্ন মহলে বাংলা বিষয়ের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সকল পর্যায়ে বাংলা চালুর জোরালো দাবি উঠেছে। এ অবস্থায় বাংলা বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি কাঙ্ক্ষিত পঠন দক্ষতা অর্জন না করা যায়; তাহলে সকল আশা নিরাশায় পরিণত হবে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়নের জন্য পঠনের কোন বিকল্প নেই (Holden, 2004) । এ সকল বিষয়ই এ গবেষণার গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি ও গবেষণাকর্মকে উৎসাহিত করেছে।

জনাব কেট মেলনি দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে (২০ জানুয়ারি, ২০১৮) আয়োজিত মাতৃভাষায় পঠন দক্ষতা: মানসম্মত শিক্ষা ভিত্তি গোলটেবিল বৈঠকে দাবি করেন, তারা বিভিন্ন গবেষণায় দেখেছেন শতকরা ১০ শতাংশ দক্ষ পাঠক তৈরি করতে পারলে তা জিডিপিতে .৩ শতাংশ অবদান রাখতে পারে। তিনি আরও বলেন পঠন দক্ষতার বৃদ্ধি শুধু মানসম্মত শিক্ষার জন্যই নয় বরং বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করতে হলে, পঠন দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে মনোয়ার হোসেন খন্দকার বলেন মানসম্মত শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পঠন দক্ষতার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এ সকল বিষয়ই এ গবেষণার গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি ও গবেষণা কর্মকে উৎসাহিত করেছে। আশা করা যাচ্ছে গবেষণাটি পিরোজপুর জেলাধীন নেছারাবাদ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র করে পরিচালিত হলেও; গবেষণা লব্ধ জ্ঞান বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট অর্থবহ হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য: জ্ঞান রাজ্যের প্রবেশদ্বার হচ্চে পঠন। পঠন দক্ষতা থাকলে অনায়াসে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ এবং কাঙ্ক্ষিতজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া যায়। মানসম্মত শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পঠন দক্ষতা, পঠন ব্যতীত একজন শিক্ষার্থী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, স্বাস্থ্য এবং আনন্দ বিনোদন ও সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় (Baatjies, 2003)। গবেষণাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পিরোজপুর জেলাধীন নেছারাবাদ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পঠন দক্ষতা অর্জনের জন্য যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা। গবেষণার গৌণ উদ্দেশ্য হচ্ছে

১। বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা অর্জনে সাধারণ সমস্যা চিহ্নিত করা।

২। বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না, এমন শিক্ষার্থীরা পঠনের ক্ষেত্রে কোন কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং স্পষ্ট, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণের রীতি ও সাবলীলভাবে পড়ার সমস্যসমূহ চিহ্নিত করা ।

৩। বর্ণজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব, সাবলীল পঠনের মডেল, কৌশল, পদ্ধতি নিয়ে অনুসন্ধান।
৪। শিক্ষার্থীরা পঠন দক্ষতা অর্জনের জন্য যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তার উন্নয়ন কৌশল।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা: গবেষণাটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা অর্জনে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে ও তার উন্নয়ন কৌশল নিয়ে করা হয়েছে। গবেষণাটি পরিচালনা করার জন্য পিরোজপুর জেলাধীন নেছারাবাদ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের শিক্ষকবৃন্দ থেকে গুচ্ছায়ন নমুনায়ণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সকল শিক্ষকবৃন্দের এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তাছাড়া নূরানী স্তরের এবং কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

সাহিত্য পর্যালোচনা: ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক রিডিং ইজ ফানডামেন্টালের মতে কোন শিশুর পঠন দক্ষতা ব্যতীত বেড়ে উঠা উচিত নয়; রিডিং হচ্ছে সফলতার দরজা- এটি শিক্ষার্থীদের অজানাকে জানা, বেড়ে উঠা, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সমঝোতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলীকে বিকাশিত করে। শিক্ষণের জন্য পঠন দক্ষতা অপরিহার্য এবং শিক্ষার্থীরা তা অর্জনে ব্যর্থ হলে, তাদের সফলতার সম্ভবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় (Bohlman & Pretorius, 2002)

গবেষণাটি করার জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অ্যাকাডেমি কর্তৃক পরিচালিত পঠন দক্ষতা সংক্রান্ত গবেষণাসমূহ, বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত জাতীয় কৃতি অভীক্ষার তথ্য ২০১৭ ও ২০১৯, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল, পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা সংক্রান্ত প্রতিবেদন, আর্ন্তজাতিক গবেষণা সংস্থা রুম টু রিডের পঠন দক্ষতা সংক্রান্ত গবেষণা, এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অ্যাকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল জুন, ২০১৯ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার আলোকে গবেষণার বিষয় ও গবেষণার প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

দা ডেইলি স্টার পত্রিকায় ১মার্চ, ২০১৯ তারিখে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে বিশ্বব্যাংককে উদ্বৃতি করে বলে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা বিষয়ে রিডিং কমপ্রিহেনশন উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা খুবই উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে প্রাথমিকে ভর্তির হার ৯৮% হলেও, মানসম্মত শিক্ষা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে; এমনকি কিছু শিক্ষার্থী অক্ষরই চিনে না (বিবিসি বাংলা, ১৭ সেপ্টেম্বের, ২০১৯)। বিবিসি বাংলা ঐ রিপোর্টে বিশ্বব্যাংককে উদ্বৃতি করে বলা হয় শতকরা ৬৫% শিক্ষার্থী দেখে বাংলা পড়তে পারে না । শতকরা ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী বিষয়ভেদে ভালোভাবে না শিখেই ওপরের শ্রেণিতে উঠছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের বাংলা বিষয়েও পঠন দক্ষতা উদ্বেগজনক। এ কারণে ঐ সকল শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়ার প্রবণতা বেশি (দৈনিক প্রথম আলো, ০৯ মার্চ, ২০১৪)। বিশ্বব্যাংককে শিক্ষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থীরা শেখার মাত্রা খারাপ তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা রুম টু রিড এর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থীদের উপর প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায় কোন শিক্ষার্থী যথাক্রমে মিনিটে ১৬ ও ৩৩ টি বেশি শব্দ পড়তে পারে না; যেখানে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ৪৫ থেকে ৬০ টি শব্দ। গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাক্রমে প্রায় ৩২ ও ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থী একেবারেই পড়তে পারে না (The Daily Star, 17 june, 2014)।

জনাব আফজাল হোসেন সরওয়ার দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে (২০ জানুয়ারি, ২০১৮) আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে পঠন দক্ষতাকে দৃষ্টিশক্তির সাথে তুলনা করে বলেন পঠন দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রথম শ্রেনি থেকেই গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরও বলেন বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যে সকল শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিতে পঠন দক্ষতা অর্জন করতে পারে না, তাদের ৯০% চতুর্থ শ্রেণিতে গিয়েও অর্জন করতে পারে না ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত ২০১৫ সালে জাতীয় কৃতি অভীক্ষায় দেখা যায় বাংলা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণির শতকরা ৩৫ ভাগ এবং পঞ্চম শ্রেণির ৭৭ শতাংশ শিক্ষার্থী নির্ধারিত দক্ষতার চেয়ে পিছিয়ে আছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় ২০১৭ সালে জাতীয় কৃতি অভীক্ষায় (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত) তৃতীয় শ্রেণির শতকরা ৫৩ এবং পঞ্চম শ্রেণির ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলা বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় গড়ে ৯৫% শিক্ষার্থী পাশ মার্ক পেয়ে থাকে (পরিশিষ্ট ৩)। তাই সঠিক তথ্যের জন্য অধিকতর গবেষণার কোন বিকল্প নেই।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ: ভূমিকা: গবেষণাটি মূলত গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়েছে। ফেইস টু ফেইস ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা, ডকুমেন্ট পর্যালোচনা এবং শিক্ষকদের শিখন - শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গি অবলোকন করার মত গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফেইস টু ফেইস ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রত্যেকটি গুরুতপূর্ণ বিষয়ের নোট নেয়া হয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্র ও পরিসর: নেছারাবাদ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমুহের শিক্ষকগণ, কর্মকর্তাবৃন্দকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নেয়া হয়েছে। উপজেলার দশটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভা থেকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের শিক্ষকগণকে সামগ্রিক হিসেবে নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে গুচ্ছায়ন নমুনায়নের মাধ্যমে ৩০ ভাগ বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। গুচ্ছায়ন নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত বিদ্যালয় থেকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বিষয়ে পাঠদান করে এমন শিক্ষকদের ফেইস টু ফেইস ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

টুলস: গবেষণাটি নিম্নোক্ত চার ধরনের টুলস ব্যবহার করা হয়েছে:

অংশগ্রহণমূলক সাক্ষাৎকার: উম্মুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে গুচ্ছায়ন নমুনায়নের মাধ্যমে বাংলা বিষয়ের শিক্ষকদের ফেইস টু ফেইস সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ঠ ১)।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন: উম্মুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে বাংলা বিষয়ে পাঠদান ও অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন করে এমন প্রধান শিক্ষক, বাংলা বিষয়ে পাঠদান করে এমন সহকারী শিক্ষক এবং বাংলা বিষয়ে পাঠদান করেন না কিন্তু বাংলা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত (যেমন বাওবি, প্রাথমিক বিজ্ঞান) এমন প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের সমন্বয়ে যথাক্রমে তিনটি ফোকাস দল গঠন ও ডিসকাশন করা হয়েছে (পরিশিষ্ঠ ২)।

সারণী-১

ক্র/নং	শিক্ষক নির্বাচন	শিক্ষক নির্বাচন	
		পুরুষ	মহিলা
1	ফোকাস গ্রুপ ১ (প্রধান শিক্ষক)	04	06
2	ফোকাস গ্রুপ ২ (সহকারী শিক্ষক)	04	06

3	ফোকাস গ্রুপ ৩ (প্রধান ও সহকারী শিক্ষক)	04	06

ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ: বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষক সহায়িকা, দৈনিক ক্লাস রুটিন, জাতীয় কৃতি অভীক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নমুনায়ন: ক্লাস্টার নমুনায়নের মাধ্যমে নেছারাবাদ/ স্বরূপকাঠী উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন ও ০১ টি পৌরসভায় অবস্থিত ১৭০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মধ্যে ৩০% বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন এবং পৌরসভা থেকে ক্লাস্টার নমুনায়নের মাধ্যমে ৩০% বিদ্যালয় নির্বাচন নেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি) যারা শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাদের ফেইস টু সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। রীতিবদ্ধ কাঠোমোর আলোকে ফোকাস দল নির্বাচন ও আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ: থিমেটিক বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করে গবেষণার তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফেইস টু ফেইস সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুফ ডিসকাসন গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে; যা গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। ফেইস টু ফেইস সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় ফিল্ড নোট গ্রহণের পাশাপাশি প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ প্রদানকারীর সম্মতিতে অডিও রেকর্ড করা হয়েছে; অডিও রেকর্ডসমূহ পরবর্তীতে ট্রান্সক্রিপট করে উপাত্তসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বারবার পড়ে উপাত্তসমূহ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে কোডিং করে থিম ডেভেলপ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজটি থমাস (২০০৬) কর্তৃক প্রদত্ত গুণগত ডাটা বিশ্লেষণে পাঁচটি নীতিমালার আলোকে করা হয়েছে।

রিসার্চ ফাইন্ডিং এন্ড ডিসকাশন: গবেষণাটি পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না এমন শিক্ষার্থীরা পঠনের ক্ষেত্রে কোন কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং স্পষ্ট, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণের রীতি ও সাবলীলভাবে পড়ার সমস্যসমূহ চিহ্নিত করা এবং তার উন্নয়ন কৌশল অনুসন্ধান করা। গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে উপাত্তসমূহ উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে থিম ডেভেলপ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ:

১। বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা অর্জনে সাধারণ সমস্যা চিহ্নিত করা ও বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না এমন শিক্ষার্থীরা পঠনের ক্ষেত্রে কোন কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং স্পষ্ট, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণের রীতি ও সাবলীলভাবে পড়ার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ।
২। বর্ণজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব, সাবলীল পঠনের মডেল, কৌশল, পদ্ধতি নিয়ে অনুসন্ধান।
৪। শিক্ষার্থীরা পঠন দক্ষতা অর্জনের জন্য যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তার উন্নয়ন কৌশল।
গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত ক্যাটাগরি বা থিমসমূহ এবং ডিসকাশন

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপে ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ মনে করে শিক্ষকদের বাংলা বিষয়ে বর্তমান শিক্ষাক্রম উপযোগী পেশাগত জ্ঞানের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। সাক্ষাৎপ্রদানকারী অনেক শিক্ষক মনে করেন আমরা যারা শিক্ষক রয়েছি তাদেরও ব্যাকরণগত জ্ঞানের পাশাপাশি ধ্বনির উচ্চারণেও সমস্যা রয়েছে; তারা দাবি করেন একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন ধ্বনির উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় অথচ আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকগণ ধ্বনির উচ্চারণের নিয়ম নীতি সাথে পরিচিত নয়, আবার যাদের জ্ঞান রয়েছে তারা চেষ্টা করলেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে শিখনফল অর্জিত হচ্ছে না । তাদের

কাছে শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থা রয়েছেন কিনা আলাচনা করলে তারা প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করেন। তবে সুনির্দিষ্টভাবে বাংলা বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তারা প্রশিক্ষণে শিক্ষক নির্বাচনের প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণের মান নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। শিক্ষকগণ বলেন প্রশিক্ষণ মূলত সংশ্লিষ্ট শিক্ষককের দুর্বল দিকগুলো সনাক্ত করে তার আলোকে হওয়া উচিত কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। শিক্ষকগণ আরও দাবি করেন প্রশিক্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ স্থলেই থেকে যায়, বাস্তবে প্রয়োগ খুবই কম হয়। কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের ফলোআপ করেন না।

প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিয়ে ফোকাস দলে আলোচনা করলে, ফোকাস দল আালোচনায় অনেক শিক্ষকমন্ডলী মনে করেন অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন কিংবা চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষক নির্বাচন করা হয় না; শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রধান শিক্ষকদের সাথে আলোচনা না করে প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক নির্বাচন করা হয়; যেখানে প্রধান শিক্ষককে অবগতও করা হয় না; একাধিক প্রধান শিক্ষক মনে করেন যাদের কর্তৃপক্ষের সাথে ভালো যোগাযোগ রয়েছে তারা মূলত প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার পান। তাছাড়া ফোকাস দল আলোচনায় এ বিষয়টিও উঠে আসে, প্রতিটি সেশনেই কিছু দক্ষ শিক্ষক থাকেন, যারা পুরো সেশনে প্রভাব বিস্তার করে, যাদের প্রশিক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন তারা মূলত ব্যাকফুটেড থেকে যায়।

ফেইস টু ফেইস সাক্ষাৎপ্রদানকারী অনেকেই শিক্ষকদের আন্তরিকতাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে করেন। শিক্ষকরা কেন আন্তরিক হতে পারছে না জানতে চাওয়া হলো পুরুষ এবং মহিলা শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পুরুষ শিক্ষকগণ গ্রেড তথা বেতন বৈষম্য বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেন বিশেষ করে তারা যে মাসিক বেতন পান তা দিয়ে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের দৈনন্দিন খরচ মিটানো সম্ভব হচ্ছে না; তাছাড়া বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতিতে তাদের অবস্থান অনেক নিচে; অথচ তারই ক্লাসমেট যে কিনা কখনও প্রাইমারী নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি কিন্ত যেভাবেই হোক মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিকে প্রবেশ করে গ্রেডে/ সামাজিক অবস্থান তার উপরে। তাছাড়া পদোন্নতির/ আপগ্রেডেশনের অচল অবস্থাও শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করছে। তারা আরও মনে করেন জবাবদিহি এবং দায়বদ্ধতাও অনেক ক্ষেত্রে উঠে যাচ্ছে। কিছু শিক্ষিকা মনে করেন সারাদিন স্কুলের পর ছেলেমেয়ে সংসার সামলিয়ে রাখতে হয় তাদের; ফলে চাপটা একটু বেশি হয়ে যায়।

সাক্ষাৎপ্রদানকারীরা মনে করেন পরিবেশের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আঞ্চলিকতা যে প্রভাব রয়েছে তাও শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা অর্জনে অন্তরায়। তাছাড়া শিক্ষকগণও অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করে থাকেন।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপে ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীগণ বিশ্বাস করেন অবকাঠামোগত সমস্যা বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষের সংকট শিখন কার্যক্রমকে ব্যাহত করে; যা পঠন দক্ষতা অর্জনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তারা মনে করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত রুটিন অনুযায়ী যদিও দুই শিফটের বিদ্যালয়গুলোতে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির কার্যক্রম ১১:৩০ ঘটিকা থেকে শুরু হওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে পঞ্চম শ্রেণির কার্যক্রম ৯:০০ ঘটিকা থেকে শুরু হয় অর্থাৎ সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে চারটি শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা হয়; ফলে তিন রুম বিশিষ্ট শ্রেণীকক্ষের ক্ষেত্রে প্রাক প্রাথমিক এবং প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একসাথে বসানো হয়; ফলে শিখনের

শুরুতেই শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জিত হয় না; যা পরবর্তীতে পূরণ করা সম্ভব হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে অস্থায়ী পার্টিশন দিয়ে এক রুমকে দুই রুমে পরিণত করা হয় ; যা শিক্ষককের জন্য সুন্দর একটি শিখন কার্যক্রম পরিচালনার অন্তরায়। আবার অধিক শিক্ষার্থী বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ অবস্থা শোচনীয়। অনেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রেণি সংকটর পাশাপাশি বিদ্যালায় নির্মাণের মান নিয়ে হতাশা প্রকাশ করতে দেখা যায়।

একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন তার বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র ছাত্রী ৩৮৫ জন কিন্ত শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা ০৭; যার মধ্যে ব্যবহার উপযোগী ০৬ টি; ফলে ৯৫ জন শিক্ষার্থীকে একটি শ্রেণিকক্ষে রেখে পাঠদান করতে হচ্ছে, শাখা করার ইচ্ছা থাকলেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে শাখা করতে পারছেন না। এ ধরনের সমস্যার কথা একাধিক প্রধান শিক্ষক দাবি করেন।

অংশগ্রহণমূলক সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী অনেকেই শিক্ষক সংকটকেও বাংলা বিষয়ের পঠন দক্ষতা অর্জনে অন্তরায় মনে করেন। সাধারণত দুই শিফট বিশিষ্ট অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন; অবশ্য দুই শিফট বিশিষ্ট কিছু বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ চারজন শিক্ষক রয়েছেন; কিন্তু বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় ডিপিএড/ সিইএনএড, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে প্রশিক্ষণে একই সময় একাধিক শিক্ষককে ডেপুটেশন প্রদান করার পাশাপাশি কেউ কেউ নৈমিত্তক/মাতৃত্বকালীন/ চিকিৎসা ছুটিতে থাকেন; ফলে শিখন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় এবং পরবর্তীতে তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয় না বলে সাক্ষাৎ প্রদানকারীগণ মনে করেন। তাছাড়া সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বিরামহীন তাদের একটির পর একটি ক্লাস নিতে হয়; যা তাদের মানসিকভাবে দুর্বল করে তোলে। এক শিফট বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ একই ধরণের মতামত প্রকাশ করেন।

সাক্ষাৎগ্রহণকালে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে একাধিক সহকারী শিক্ষক জানান, দেখা যায় আমার বিদ্যালয়ের কর্মরত সাতজন শিক্ষকের মধ্যে মাঝে মধ্যেই দেখা যায় তিন থেকে চার জন শিক্ষক একই সময়ে ডিপিএড/ছুটিতে/ কিংবা ইউআরসিতে প্রশিক্ষণে থাকেন ফলে আমরা মাত্র তিন/চার জন শিক্ষক পুরো এক শিফটের সকল ক্লাস চালিয়ে নেই, তখন একই সময়ে আমাকে একাধিক ক্লাস নিতে হচ্ছে এবং শিখন ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী দরিদ্র; তিন বেলা খেতে পারেনা; অনেকে সামান্য কিছু খেয়ে বিদ্যালয়ে আসে; ফলে তাদের শিখন কার্যক্রমে উদাসীন থাকতে দেখা যায় বলে সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎপ্রদানকারী তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপে ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ মনে করে বাংলা বিষয়কে শুধু অভিভাবকই নয় বরং শিক্ষকগণও অনেকক্ষেত্রেই গুরুত্বের সাথে দেখেন না এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ শিক্ষক দিয়ে বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠদান করা হয়ে ফলে অনেকটা দুর্বল ফাউন্ডেশন দিয়ে বাংলা বিষয়ের হাতেখড়ি শুরু হয়; যা পরবর্তীতে পূরণ করা যায় না; ফলে সমস্যা থেকেই যায়।

ফোকাস গ্রুপে আলোচনাকালে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ মনে করনে শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য যে মূল্যায়ন পদ্ধতি রয়েছে; সেখানে লিখিত মূল্যায়নের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে;

বাংলা কিংবা ইংরেজ বিষয়ের পঠন দক্ষতার বিষয়টি বহুলাংশে উপেক্ষিত রয়েছে এবং শিক্ষার্থী, অভিভাবক থেকে শুরু করে সকলেই লেখার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে।

ফেইস টু ফেইস সাক্ষাৎপ্রদানকারীগণ মনে করেন যারা পঠন দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না তাদের কারও কারও বর্ণজ্ঞান, কারও বর্ণের উচ্চারণে, কারও কার চিহ্ন, কারও ফলা চিহ্ন, বিরাম চিহ্নের সাথে তাল রেখে পড়া এবং যুক্তবর্ণ ও যুক্তবর্ণের উচ্চারণে সমস্যা রয়েছে। তবে তারা মনে করেন অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের বর্ণজ্ঞান রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণও বানান করে পড়তে পারে কিন্তু উচ্চারণ করতে পারে না; সমস্যা মূলত কার ও ফলা চিহ্নের ব্যবহার এবং যুক্তবর্ণ ও যুক্তবর্ণের উচ্ছারণে। তারা আরও বলেন নূরানী শিক্ষা শেষ করে যে সকল শিক্ষার্থী তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয় তারা পঠন দক্ষতায় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের থেকে পিছিয়ে থাকে; কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেন থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ধ্বনির উচ্চারণ, যুক্তবর্ণ ও যুক্তবর্ণের উচ্চারণসহ নানাবিধ সমস্যা থাকে এবং এই সকল শিক্ষার্থীদের তৃতীয় শ্রেণি থেকে আবার শুরু থেকে শুরু করা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে সম্ভব নয়।

একাধিক প্রধান ও সহকারী শিক্ষক সাক্ষাৎকালে বলেন তারা বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকায় একাধিক নূরানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে; এ সকল শিক্ষার্থীদের অভিভাবক তাদের সন্তানদের চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করতে চায়, আমরা তাদের শিখন ঘাটতি নিয়ে কথা বললে কিছু ক্ষেত্রে তিক্ততার সৃষ্টি হয় অথচ তারা বর্ণের উচ্চারণও সঠিকভাবে করতে পারে না, যা পরিশেষে আমাদেরকে দায় নিতে হয়।

কার, ফলা চিহ্ন এবং যুক্তবর্ণের বানান এবং উচ্চারণে শিক্ষার্থীর কেন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন আলোচনাকালে সাক্ষাৎপ্রদানকারী একাধিক মনে করেন শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান পাশাপাশি শিক্ষকদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতার অভাব বহুলাংশে দায়ী। অবশ্য কিছু শিক্ষক মনে করেন পূর্বে আদর্শ লিপি শিশু শ্রেণিতে শিখন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হত এবং আদর্শ লিপিতে কার, ফলা চিহ্ন এবং যুক্তবর্ণের বানান, উচ্চারণ এবং ব্যবহারবিধি বিস্তারিত ছিল; বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে সেভাবে নেই এবং এগুলো শিক্ষকরাও বিস্তারিত শিখাচ্ছেন না ও অনেকের পেশাগত জ্ঞানেরও অভাব রয়েছে; তবে ফোকাস দল আলোচনায় শিক্ষকগণ মনে করেন বর্তমান পাঠ্যপুস্তক আধুনিকভাবে সাজানো হয়েছে; শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে এগুলো পাঠের সাথে তাল রেখে শেখানো; তবে তারা মনে করেন শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞানের ঘাটতি থাকায় গ্যাপ থেকে যাচ্ছে; তারা আরও মনে করেন কার, ফলা চিহ্ন এবং এগুলোর ব্যবহারবিধি পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করে পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশ কিংবা পরিশিষ্টে থাকলে শিক্ষক, ছাত্র ছাত্রী এবং অভিভাবকদের জন্য উপকারে আসবে।

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের কাছে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীরা পঠনের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তা চিহ্নিত করে কোন রেজিস্টার/ রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয় কি আলোচনা করলে খুব কম শিক্ষকই রেজিস্টার/রেকর্ড সংরক্ষণ করেন বলে বলেছেন। তবে তারা বলেছেন শিক্ষার্থীর সমস্যার ধরন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে সমাধানের চেস্টা করেন। তাদের কাছে শিক্ষার্থীদের সমস্যা শ্রেণিকক্ষেই সমাধান করা যায় কিনা জানতে চাইলে তারা বলেন তারা সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করেন কিন্তু যে চল্লিশ মিনিট সময় বরাদ্ধ থাকে তাতে সকল শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান করা যায় না; একাধিক শিক্ষক বলেন তাদের চল্লিশ মিনিটে পঞ্চাশের অধিক শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রম চালাতে হয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরে যারা পঠন দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় কী আলোচনার সময় দুই শিফটের বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বলেন তাদের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্রেণিকক্ষের বাইরে তাদের কিছু করার থাকে না; তাদের সকাল থেকে

বিকাল পযর্ন্ত একটির পর একটির ক্লাস নিতে হয়; আবার সহকর্মীর অনুপস্থিতিতে সহকর্মীর ক্লাসও নিতে হয়। এক শিফটের শিক্ষকরাও জানান তাদের ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত কোন বিরতি নেই; তবে কিছু শিক্ষক বলেন তারা ফ্রি থাকলে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে ঢেকে নিরাময়ের চেষ্টা করেন।

ইংরেজি ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষায়ও বানানের সাথে উচ্চারণতর ভিন্নতা রয়েছে; বানানের সাথে উচ্চারণতর ভিন্নতা সম্পর্কিত শব্দের পঠন নিয়ে আলোচনা করলে তারা বলেন এ সংক্রান্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে তাদের ধারণা রয়েছে; তবে পরিপূর্ণ ধারণা নেই। শিক্ষার্থীরা যখন এধরনের শব্দের সম্মুখীন হয় তখন অধিকাংশ শিক্ষার্থী ঐ শব্দগুলো বাদ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন, কেউ কেউ বানান করে পড়তে পারলেও উচ্চারণ করতে পারে না; আবার উচ্চারণ করলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভুল উচ্চারণ করে। সর্বোপরি বানানের সাথে উচ্চারণের ভিন্নতা সম্পর্কিত শব্দের নিয়মাবলী সম্পর্কে শিক্ষকদেরও যথেষ্ট জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে বলে তারা মনে করেন। বানানের সাথে উচ্চারণের ভিন্নতা সম্পর্কিত নিয়মাবলি পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করে পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশ কিংবা পরিশিষ্টে থাকলে শিক্ষকরা খুবই উপকৃত হবে তারা মনে করেন।

ফেইস টু ফেইস সাক্ষাৎপ্রদানকারীদের ধ্বনি/বর্ণের উচ্চারণ কিংবা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জড়তা দূর করার জন্য কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন কিনা আলোচনা করলে অধিকাংশ শিক্ষক বর্ণকার্ড, শব্দকার্ড ব্যবহার এবং তিনি কোন একটি শব্দ/বাক্য বলেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সাথে বলতে বলেন কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহার করেন না । ইউটিউবসহ বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধ্বনি বা বর্ণের উচ্চারণ শেখানো জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ ভিডিও ও অডিও পাওয়া যায় এগুলো শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা হয় কিনা আলোচনা করলে অধিকাংশ শিক্ষক এগুলো ব্যবহার করেন না বলে জানিয়েছেন; তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানও নেই।

একজন শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে পড়তে পারছে কিনা তা কিভাবে যাচাই করা হয় জানতে চাওয়া হলে তারা বলেন পাঠ্যবই/এসআরএম থেকে একটি অনুচ্ছেদ, গল্প কিংবা প্রবন্ধ পড়তে দেওয়া হয় এবং কেউ যদি সেটা স্বাভাবিকভাবে পড়তে পারে তাহলে তাকে সাবলীল পাঠক ধরে নেওয়া হয় কিন্তু টাইম ডিভাইস যেমন স্টপ ওয়াচ ব্যবহার করে মিনিটে কতটি শব্দ পড়তে পারছে তা দেখা হয় কিনা কিংবা কোন ধরনের প্রযুক্তি সাহায্যে সাবলীলতা যাচাই করা হয় কিনা জানতে চাইলে তারা বলেন আসলে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা বিষয়ের পঠনকে উৎসাহিত করার জন্য শ্রেণি কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ কোন ব্যবস্থা যেমন বই পড় বা গল্প পড়া/পঠন উৎসাব আয়োজন করা হয় কিনা জানতে চাইলে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বলেন এ ধরণের কিছু করা হয় না; কিন্তু করা গেলে শুধু অভিভাবক ও শিক্ষার্থী নয় বরং শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করবে বলে তারা মনে করেন।

ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত দৈনিক ক্লাস রুটিন (২০২০) পর্যালোচনা করে দেখা যায় এক এবং দুই শিফটের বিদ্যালয়ের মধ্যে যেমন কর্মঘন্টার পার্থক্য রয়েছে (এক শিফট বিদ্যালয়সমূহ সকাল ৯ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩:১৫ ঘটিকা পর্যন্ত এবং দুই শিফটের বিদ্যালয়সমূহ সকাল ৯ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত), তেমনি এক শিফট ও দুই শিফটের

শিক্ষার্থীদের শিখনের সময় ও বিরতিতেও পার্থক্য রয়েছে। এক শিফটের শিক্ষার্থীদের (প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কন্টাক্ট আওয়ার প্রায় চার ঘন্টা, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কন্টাক্ট আওয়ার প্রায় ছয় ঘন্টা, যেখানে দুই শিফটের শিক্ষার্থীদের (প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কন্টাক্ট আওয়ার প্রায় আড়াই ঘন্টা, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কন্টাক্ট আওয়ার প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা; দুই শিফটের বিদ্যালয়ের জন্য প্রথম শিফট শেষ হওয়ার সাথে সাথেই দ্বিতীয় শিফটের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় মাঝে কোন ধরণের বিরতি নেই। তাছাড়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমাবেশ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রয়েছের শ্রেণি কার্যক্রম অর্থাৎ ১১.৫০ সমাবেশ শেষ এবং ১১.৫০ ঘন্টায় শ্রেণি কার্যক্রম শুরু। দুই শিফটের বিদ্যালয়ে একটি ক্লাস শেষ হওয়া মাত্রই আর একটি ক্লাস নেই কোন বিরতি (পরিশিস্ট ৬)। যদিও দুই শিফটের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন কী পরীক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে তারা সকাল থেকেই পঞ্চম শ্রেণির কার্যক্রম শুরু করে যা কিনা শিক্ষক ও শ্রেণিশকক্ষ সংকটের কারণে প্রাক প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

আবার ২০১৯ ও ২০২০ খ্রি. দৈনিক ক্লাস রুটিন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এক শিফটের বিদ্যালয়ের জন্য বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা, পড়া এবং বলার অর্থাৎ শ্রুতি পঠনের জন্য ৪০ মিনিট সময় থাকলেও বর্তমান রুটিনে নেই । দৈনিক পাঠ পরিকল্পনায় সরব ও নীরবে পঠনের বিষয়টি থাকলেও শিক্ষার্থীর আধিক্য ও সময়ের কারণে বাস্তবে খুবই কম অনুশীলন করা সম্ভব বলে অংশগ্রহণমূলক সাক্ষাৎকার ও ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন।

পাঠ্যবইয়ের শিখনের আলোকে শিক্ষক সংস্করণ ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে; যা শিখন শেখানো কার্যক্রমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিক্ষকদের সাথে কথা বলে দেখা গিয়েছে শিক্ষক সংস্করণে পাঠ বিভাজন ও দৈনিক পাঠ পরিকল্পকনা করা হয়েছে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকে কিন্তু বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনায় প্রথম পাঠ শুরু করা হয়েছে তিন/চার জানুয়ারি থেকে, যখন অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে না এবং বিদ্যালয়ে প্রাক থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম চলতে থাকে; শিক্ষকগণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষক সংস্করণে প্রদত্ত পাঠকে কমিয়ে আনেন, ফলে শিক্ষক সংস্করণে প্রত্যেকটি পাঠ বিবেচনা করে শোনা,পড়া, বলা এবং লেখার আলোকে যে শিখনফল দেওয়া হয়েছে তার আলোকে শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না।

সুপারিশসমূহ:

পঠন দক্ষতা ছাড়া গুণগত/মানসম্মত শিক্ষা নিয়ে হৈচৈ করা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয় কারণ পঠন দক্ষতাই হচ্ছে লিটারেছি এবং নিউমেরেছি দক্ষতা অর্জনের পূর্বশর্ত: পঠন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে এবং পরিবেশের সাথে নিজেকে পরিচিত করে তোলে। পঠন দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নের সুপারিশসমূহ করা হল:

১। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঠনকে সাবলীল করার জন্য শ্রুতিপঠন সপ্তাহে নূন্যতম একটি সময় বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনাসহ দৈনিক ক্লাস রুটিনে অর্ন্তভুক্ত করার পাশাপাশি শিশু বান্ধব গ্রন্থাগার সুবিধা নিশ্চিত করা। সেজন্য প্রথমেই শিক্ষকদের মধ্যে ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণসহ বিরাম চিহ্নের সাথে তাল রেখে পঠন নিশ্চিত করতে হবে।

২। বছরের শুরুতেই শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি পর্যাপ্ত নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ও অনুশীলনের পরিবেশ নিশ্চিত করা। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য যাতে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হয় সেজন্য নির্দিষ্ট একটি কাঠামো তৈরি করা এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কন্টাক্ট আওয়ার ও জনবল বৃদ্ধি করা। বেইজ লাইন সার্ভের জন্য এ গবেষণায় মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরিকৃত নমুনা অনুসরণ করা যেতে পারে (পরিশিষ্ট 4); পাশাপাশি শিক্ষার্থী প্রোফাইল (পরিশিষ্ট 5) তৈরি রেকর্ড সংরক্ষণ করা যাতে করে একজন শিক্ষার্থী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক অনায়াসে ধারণা লাভ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

৩। বাংলা বিষয়ের মূল্যায়নে পঠন দক্ষতার বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাধ্যতামূলকভাবে মূল্যায়নে পঠন দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত এবং পঠন দক্ষতার জন্য নির্দিস্ট মানবন্টন করা।

৪। সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই শিফটের জন্য কমপক্ষে ০৬ জন শিক্ষক (প্রধান শিক্ষকসকহ) এবং এক শিফটের জন্য ০৮ জন শিক্ষক (প্রধান শিক্ষকসকহ) নিশ্চিত করা তবে অধিক শিক্ষার্থী বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাতে এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিশ্চিত করা (একই ক্যাচম্যান্ট এলাকায় অবস্থিত ৫০ এর নিচে অবস্থিত শিক্ষার্থী বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একীভূত করে শিক্ষক চাহিদার একটি বৃহৎ অংশ পূরণ করা সম্ভব)।

৫। পাঠ্যপুস্তকে কার, ফলা চিহ্ন, বিরাম চিহ্ন এবং বানানের সাথে উচ্চারণতর ভিন্নতার নিয়মনীতির জন্য আলাদা অধ্যায় কিংবা পরিশিষ্টে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংযোজন করা।

৬। বাংলা ভাষার পঠন দক্ষতাকে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ সৃস্টি এবং গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য মাসে নূন্যতম ০১টি পঠন/ বহ পড়া উৎসব এবং পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা।

৭। শিক্ষার্থীদের বর্ণজ্ঞাণ, ধ্বনির উচ্চারন এবং কার, ফলা চিহ্ন, যুক্তবর্ণ শেখানোর জন্য প্রাক প্রাকথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য আলাদা ও ধারাবাহিক শ্রেণি কার্যক্রমের বিকল্প নেই; শিক্ষার্থীদের বর্ণজ্ঞান থেকে শুরু করে বাংলা ভাষা জ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলোর ভিত্তি তৈরি হয় প্রাক প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে; তাই দুই শিফটের জন্য কমপক্ষে ০৫ টি শ্রেণিকক্ষ ও এক শিফটের জন্য ০৭ টি শ্রেণিকক্ষ আবশ্যক। অধিক ছাত্র ছাত্রী বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কোন বিকল্প নেই।

৮। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষকদের একাডেমিক ও প্রসাসনিক কার্যক্রম মূলত তদারকি করে থাকেন এইউইওগণ। এইউইওগকে মাঠ পর্যায়ের প্রত্যেকটি কমিটিতে অন্তর্ভুক্তিসহ নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম সম্পৃক্ত ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা এবং সময়োপযোগী ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একাডেমিক ও প্রসাশনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ করে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা। প্রয়োজনে ক্লাস্টারে অফিসসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৯। গতানুগতিক ও শ্রেণি কার্যক্রম বিঘ্নিত করে এমন প্রশিক্ষণ পরিহার করে শিক্ষকদের উপযোগিতা ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমস্যা চিহ্নিত করে; চিহ্নিত সমস্যার আলোকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জন্য চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এতে সময় ও অর্থের অপচয় যেমন হ্রাস পাবে তেমনি সময়োপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

১০। মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহকে যেমন নূরানী/ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, পাঠশালা ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে একটি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের শিখন -শেখানো কার্যক্রম কার্যকর তদারকির মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা ।

১১। উপজেলা ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ পেয়ে যায়। তাছাড়া উপজেলা ভিত্তিক শিক্ষক পলায়নও শিক্ষকদের মধ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের মধ্যে এক ধরনের আতাঁত গড়ে ওঠে; যা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ণে এক ধরনে অদৃশ্য তীব্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং জাতীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ ও নিজ উপজেলার বাহিরে আবাসিক সুবিধাসহ শিক্ষক পদায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা।

১২। শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম ডিসেম্বরের শেষ দশ দিনের মধ্যে শুরু ও শেষ করা; যাতে করে শিক্ষক সংস্করণ ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকেই জানুয়ারী মাসের শুরুতেই শিখন কার্যক্রম শ্রুরু করা যায়। এজন্য অভিভাবক/মা সমাবেশ কিংবা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

উপসংহার: শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থীর যেমন আনুষ্টানিক শিক্ষা জীবনের শুরু হয়, তেমনি তার জীবনের সফলতা নির্ভর করে প্রাথমিক স্তরের অর্জিত প্রান্তিক যোগ্যতার উপর বিশেষ করে লিটারেছি এবং নিউমারেছি দক্ষতা অর্জনের উপর; যেখানে পঠন দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। তাই একজন শিক্ষার্থীকে তার চারপাশ তথা নিজ, পারিবারিক, আর্থ সামাজিক অবস্থা তথা বৈশ্বিক পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে হলে, ঝড়ে পড়ার হার শূন্যে নিয়ে আসতে হলে এবং মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতার অপরিহার্যতা বিবেচনা করে শতভাগ পঠন দক্ষতার অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা পঠনের (বাংলা) ক্ষেত্রে ধ্বনির উচ্চারণ, র, ব, ম, ল ফলা, তথা কার ও ফলা চিহ্ন, যুক্তবর্ণ এবং বানানের সাথে উচ্চরণের ভিন্নতা, বিরাম চিহ্নের সাথে তাল রেখে পঠন ইত্যাদির সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বেশি। এমনকি শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা রয়েছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিক্ষকদের পাঠের প্রতি আন্তরিক করে তোলা; এজন্য গতানুগতিক প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণর্থী ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিশেষ করে শিক্ষকদের উপযোগিতা ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমস্যা চিহ্নিত করে; চিহ্নিত সমস্যার আলোকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জন্য চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রতি শিক্ষকদের স্বত:স্ফূর্ততা ও আন্তরিকতা সৃস্টির জন্য সুন্দর একটি পরিবেশ নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। এতে করে যেমন শিক্ষকরা শিখন -শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে তেমনি শিক্ষার্থীরা শিখন কার্যক্রম উপভোগ করবে; শিক্ষার্থীরা শিখবে একটি আনন্দঘন পরিবেশে। সর্বোপরি পর্যাপ্ত টেকসই ভৌত অবকাঠোমোসহ সদিচ্ছাপ্রণোদিত আন্তরিক দক্ষ প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং নূরানী ও কিন্ডারগার্টেনসহ সকল প্রতিষ্ঠান একটি কাঠামো মধ্যে নিয়ে আসা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা. সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা গেলে পঠন দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Baatjes, I. (2003). Reading in South Africa: An overview of policy, programs, and campaign since 1994. *South African Journal of Higher Education*, *26*(2003) 1-10. doi: 10.4314/innovation.v26i1.26453
2. Begum, Dr. A., Islam, Md. N., Dutta, S., Hares, A., Sarker, D. K., Begum, M., & Islam. Dr. Md. R. (2018). *Identifying the reading ability of bangla of class four students in government primary schools in Bangladesh*. National Academy for

Primary Education. Retrieved from http://www.nape.gov.bd/site/publications/344269c4-144a-4b2c-886d-1eeaeb8fed5c/
3. Bohlmann, C., & Pretorius, E. (2002). Reading skills and mathematics. *South African Journal of Higher Education*, *16*(3), 196-210. doi**:** 10.4314/sajhe.v16i3.25232
4. Chowdhury, S. (2019, September 2019). Primary education: 65% students are unable to read. BBC Bangla. Retrieved from https://www.bbc.com/bengali/news-49729091
5. Day, R. R., & Bamford, J. (1998). Extensive reading in the second language classroom. *RELC Journal*, *29*(2), 187–191. doi: org/10.1177/003368829802900211
6. Hlalethwa, B.D. (2013). Reading difficulties experienced by learners in the foundation phase in inclusive schools in Makapanstad. Retrieved from https://studylib.net/doc/25548975/dissertation-hlalethwa-bd
7. Holden, J. (2004). *Capturing cultural value: How culture has become a tool of government policy*. London: DEMOS. Retrieved from https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000946632
8. Johnstone. K. (2021, March). The importance of reading for kids. Why you need to encourage your kids to adopt a love of books. *TimeOut Dubai*. Retrieved from https://www.timeoutdubai.com/kids/461097-the-importance-of-reading-for-kids
9. Kaium, A. (2018, January). Quality education based on acquiring reading ability of mother tongue. *The Daily Prothom Alo.* Retrieved from prothomalo.com/opinion/মাতৃভাষায়-পঠনদক্ষতা-মানসম্মত-শিক্ষার-ভিত্তি
10. Mahfuz, A. (2019). Ensure Quality Education: Schooling not the same as learning. *The Daily Star*. Retrieved from https://www.thedailystar.net/editorial/news/ensure-quality-education-17086
11. Organization for Economic Cooperation & Development. (2000*). Reading for change: Performance and engagement across countries*. Retrieved from
12. https://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33690986.pdf
13. Thomas, D. R. (2006). A general inductive approach for qualitative data analysis. *The American Journal of Evaluation*, *27*(2), 232-246. doi: org/10.1177/1098214005283748
14. Vaughn, S., Bos, C., & Schumm, J.S. (1999). Teaching Students who are Exceptional, Diverse, and at Risk in the General Education Classroom. Retrieved from doi: 7ebe5fbe931e01ca0ccbd4ddbdd542ca2236175c

পরিশিষ্ট ১

ফেইস টু ফেইস সাক্ষাৎকার: গাইডিং প্রশ্নমালা

১। আপনি কত বছর ধরে শিক্ষকতা পেশায় আছেন?

২। শিক্ষকতা পেশার কোনদিকগুলো আপনি খুব উপভোগ করেন?

৩। শিক্ষকতা পেশার কোনদিকগুলো আপনি কম পছন্দ করেন?

৪। আপনি জানেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তর শেষে একজন শিক্ষার্থী বাংলা বিষয়ে শুদ্ধ, প্রমিত উচ্চারণে, শব্দোচ্চতা, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি বজায় রেখে লিখিত বা মুদ্রিত পঠন বিষয়বস্তুর অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে, যা আমাদের কারিকুলামের অন্যতম প্রান্তিক যোগ্যতা । কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী বাংলা বিষয়ে পঠণ দক্ষতা রয়েছে; এ বিষয়ে আপনার মতামত কী? পঠন দক্ষতার অর্জনের চ্যালেঞ্জগুলো কি কি?

৫। আমাদের সমাজে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও দক্ষতাকেও শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠণ দক্ষতা অর্জনে অন্তরায় মনে করা হয়। এক্ষেত্রে আাপনার মতামত কী?

৬। শিক্ষার্থীরা পঠনের যেমন একটি অনুচ্ছেদ, গল্প/ কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে কোন কোন ধরণের সমস্যার বেশি সম্মুখীন হয়?

৭। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের শুরুতেই বর্ণজ্ঞাণ, ধ্বনিবিজ্ঞান শিখানোর জন্য বিশেষ কোন কৌশল ব্যবহার করা হয় কী?

৮। শিক্ষার্থীদে বর্ণজ্ঞাণ, ধ্বনিবিজ্ঞান শিখানোর জন্য কোন ধরণের প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় কী?

৯। ইংরেজীর ন্যায় বাংলা ভাষায়ও বানান ও উচ্চারন মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; অর্থাৎ বানান অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চারন হয় না; এ বিষয়ে আপনার মতামত কী? এ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কিভাবে শিখনো হচ্ছে? এ বিষয়টি আমাদের পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে কী? শিখানো হলে বিশেষ কোন কৌশল অবলম্বন করা হয় কী এবং কৌশলগুলো কী কী?

১০। কোন বিষয়গুলো একজন শিক্ষার্থীর পঠণ দক্ষতা অর্জনে প্রভাব বিস্তার করে?

১১। শিক্ষার্থীদের পঠণ দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় কী? নেয়া হলে কোন ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

১২। যে সকল শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবনের শুরুতেই যেমন প্রাক প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঠণ দক্ষতা অর্জন ব্যর্থ হয়; তাদের জন্য বিশেষ কোন উল্লেখ্যযোগ্য ব্যবস্থা নেয়া হয় কী? নেয়া হলে কোন ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

১৩। উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীদের পঠনের দক্ষতা অর্জনে কোন সমস্যা এবং কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিলে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতার উন্নয়ন সম্ভব বলে আপনি মনে করেন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন: গাইডিং প্রশ্নমালা

পরিশিস্ট ২

অংশগ্রহণকারীদের তথ্য

১।	২।
৩।	৪।
৫।	৬।
৭।	৮।
৯।	১০।
উপজেলা	জেলা

প্রশ্নমালা:

১। সজীবকরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন (পরিচয় পর্ব ও গল্প বলা এবং স্মরণীয় অভিজ্ঞতা শেয়ার করা)

২। আপনার বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে যারা (শিক্ষার্থীরা) পঠন দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না; তারা পঠনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে?

৩। অনেকে মনে করেন কার ও ফলা চিহ্ন পূর্বে শিশু শ্রেণী থেকেই শেখানো হত এবং আদর্শ লিপিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছিল; বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকে আদর্শ লিপির ন্যায় কার ও ফলা চিহ্ন বিস্তারিত শিখানোর সে সুযোগ নেই; যা শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা অর্জনে প্রতিবন্ধক। এক্ষেত্রে আপনার/ আপনাদের মতামত কী?

৪।কিন্ডারগার্টেন/নূরানী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্টান থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয়/দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বর্ণজ্ঞাণ, কার ও ফলা চিহ্ন সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান থাকে না। এক্ষেত্রে আপনার/ আপনাদের মতামত কী?

৭। বানানের সাথে উচ্চারণের ভিন্নতা সংক্রান্ত নিয়মাবলি প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে অর্ন্তভুক্ত হলে আপনি/আপনারা মনে করেন শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে।

৮। উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের প্রাথমিকে অর্ন্তভক্তু হলে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে?

পরিশিষ্ট ৩

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল (২০১৫-২০১৯)

পরীক্ষা	সাল	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	পাশের হার
পিইসিই	২০১৫	২৮৩৯২৩৮	৯৮.৫২%
পিইসিই	২০১৬	২৯৩০৫৭৩	৯৮.৫১%
পিইসিই	২০১৭	২৮০১৭১৪	৯৫.১৮%
পিইসিই	২০১৮	২৭৭৭২৭০	৯৭.৫৯%
পিইসিই	২০১৯	২৯৩০৫৭৩	৯৫.১৮%

পরিশিষ্ট ৪

বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা যাচাই মূল্যায়ন ছক শ্রেণি ভিত্তিক (নমুনা)

বিদ্যালয়ের নাম..... শিক্ষকের নাম..... ছাত্র/ছাত্রীর নাম..... শ্রেণী..... রোল..... শাখা..... ক্যাচমেন্ট এরিয়া..... অভিভাবকের নাম ..... মোবাইল.....

বাংলা বিষয়ে পঠন দক্ষতা যাচাই মূল্যায়ন ছক শ্রেণি ভিত্তিক (নমুনা)

প্রথম শ্রেণী				মন্তব্য
বর্ণজ্ঞান রয়েছে (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	বর্ণজ্ঞান নেই (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ যথাযথভাবে করতে পারে (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ করতে পারে না (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	

দ্বিতীয় শ্রেণী						মন্তব্য
বর্ণজ্ঞান রয়েছে (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	বর্ণজ্ঞান নেই (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ যথাযথভাবে করতে পারে (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ করতে পারে না (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	কারচিহ্ন সম্পর্কিত জ্ঞান রয়েছে (সংশ্লিষ্ট কারচিহ্ন লিপিবদ্ধ করুণ)	কারচিহ্ন সম্পর্কিত জ্ঞান নেই (সংশ্লিষ্ট কারচিহ্ন লিপিবদ্ধ করুণ)	

তৃতীয় শ্রেণী								মন্তব্য
বর্ণজ্ঞান রয়েছে (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	বর্ণজ্ঞান নেই (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ যথাযথভাবে করতে পারে (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ করতে পারে না (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	কার ও ফলা চিহ্ন সম্পর্কিত জ্ঞান রয়েছে (সংশ্লিষ্ট কার ও ফলা চিহ্ন লিপিবদ্ধ করুণ	কার ও ফলা চিহ্ন সম্পর্কিত জ্ঞান নেই (সংশ্লিষ্ট কার ও ফলা চিহ্ন লিপিবদ্ধ করুণ	যুক্তবর্ণ সনাক্ত ও ভেঙ্গে পড়তে পারে না (সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	শব্দ ও বাক্য পঠনে সমস্যা	

চতুর্থ শ্রেণী								মন্তব্য	
বর্ণজ্ঞান রয়েছে (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	বর্ণজ্ঞান নেই (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ যথাযথভাবে করতে পারে (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ করতে পারে না (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	কার ও ফলা চিহ্ন সম্পর্কিত জ্ঞান রয়েছে (সংশ্লিষ্ট কার ও ফলা চিহ্ন লিপিবদ্ধ করুণ	কার ও ফলা চিহ্ন সম্পর্কিত জ্ঞান নেই (সংশ্লিষ্ট কার ও ফলা চিহ্ন লিপিবদ্ধ করুণ	যুক্তবর্ণ সনাক্ত ও ভেঙ্গে পড়তে পারে না (সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	সাবলীলভাবে যুক্তবর্ণ পঠন ও উচ্চারণে সমস্যা (সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ/ গল্প পঠনে সমস্যা	

পঞ্চম শ্রেণী										মন্তব্য
বর্ণজ্ঞান রয়েছে (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	বর্ণজ্ঞান নেই (সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ সঠিকভাবে করতে পারে (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	ধ্বনির উচ্চারণ সঠিকভাবে পারে না । (সংশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি লিপিবদ্ধ করুণ)	কার ও ফলা চিহ্ন সম্পর্কিত জ্ঞান রয়েছে (সংশ্লিষ্ট কার ও ফলা চিহ্ন লিপিবদ্ধ করুণ)	কার ও ফলা চিহ্ন সম্পর্কিত জ্ঞান নেই (সংশ্লিষ্ট কার ও ফলা চিহ্ন লিপিবদ্ধ করুণ	যুক্তবর্ণ সনাক্ত ও ভেঙ্গে পড়তে পারে না (সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	সাবলীলভাবে যুক্তবর্ণ পঠন ও উচ্চারণে সমস্যা (সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ লিপিবদ্ধ করুণ)	সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ/ গল্প পঠনে সমস্যা	বিরাম চিহ্নের সাথে তাল রেখে অনুচ্ছেদ/ গল্প পঠনে সমস্যা	

পরিশিষ্ট ৫
শিক্ষার্থী প্রোফাইল

বিদ্যালয়ের নাম..... শিক্ষকের নাম..... ছাত্র/ছাত্রীর নাম.....
শ্রেণী..... ..... রোল..... শাখা..... ক্যাচমেন্ট.....
এরিয়া..... অভিভাবকের নাম .....
মোবাইল.....

তারিখ	পাঠের বিষয়										গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য ¨
	বাংলা	উন্নয়নের ুদিক	ইংরেজি	উন্নয়নের ুদিক	গণিত	উন্নয়নের ুদিক	বাউবি	উন্নয়নের ুদিক	প্রা. বি বিজ্ঞান	উন্নয়নের ু দিক		

পরিশিষ্ট ৬
দৈনিক ক্লাস রুটিন (এক শিফট, ২০২০)

এক শিফট এ পরিচালিত বিদ্যালয়ের জন্য ক্লাস রুটিন

বিদ্যালয় সময়সূচি : সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৩:১৫টা পর্যন্ত

দিবস	৯:০০ হতে ৯:২৫ (২৫ মি:)		১ম পিরিয়ড ৯:৩০-১০:১৫ (৪৫ মি:)		২য় পিরিয়ড ১০:২৫-১১:১০ (৪৫ মি:)		৩য় পিরিয়ড ১১:২০-১২:০৫ (৪৫ মি:)		৪র্থ পিরিয়ড ১২:১৫-১:০০ (৪৫ মি:)		১:০০ হতে ১:৪৫ (৪৫ মি:)	৫ম পিরিয়ড ১:৪৫-২:২৫ (৪০ মি:)		৬ষ্ঠ পিরিয়ড ২:৩৫-৩:১৫ (৪০ মি:)
শনিবার	দৈনিক সমাবেশ	৫ মিনিট বিরতি	১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	১০ মিনিট বিরতি	১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	১০ মিনিট বিরতি	১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	১০ মিনিট বিরতি	১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত		মধ্যাহ্ন বিরতি (৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত)	৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	১০ মিনিট বিরতি	৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত
রবিবার														
সোমবার														
মঙ্গলবার														
বুধবার														
বৃহস্পতিবার											টিফিন, কাবিং, সহপাঠক্রমিক ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম			ছুটি

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির সময়সূচি : সকাল ৯:৩০টা হতে দুপুর ১২:০০টা পর্যন্ত।
- বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় কার্যক্রমের সময়সূচি :-
  - ১ম ও ২য় শ্রেণি : সকাল ৯:০০টা হতে দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত (অন্যান্য দিবসের অনুরূপ)।
  - ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি : সকাল ৯:০০টা হতে দুপুর ২:২৫টা পর্যন্ত।

০১/১২/২০২০
সোহেল আহমেদ
মহাপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১/১২/২০২০
নাজমা বেগম
উপ-সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দৈনিক ক্লাস রুটিন (দুই শিফট, ২০২০)

দুই শিফট এ পরিচালিত বিদ্যালয়ের জন্য ক্লাস রুটিন

বিদ্যালয় সময়সূচি : সকাল ৯:০০টা হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত

<table>
<tr><th rowspan="2">দিবস</th><th colspan="5">১ম শিফট
১ম ও ২য় শ্রেণি</th><th rowspan="2">১১:৩০
হতে
১১:৫০
(২০ মি:)</th><th colspan="7">২য় শিফট
৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি</th></tr>
<tr><th>১ম পিরিয়ড
৯:০০-৯:৪০
(৪০ মি:)</th><th>২য় পিরিয়ড
৯:৪০-১০:২০
(৪০ মি:)</th><th></th><th>৩য় পিরিয়ড
১০:২৫-
১১:০৫
(৪০ মি:)</th><th>৪র্থ পিরিয়ড
১১:০৫-১১:৩০
(২৫ মি:)</th><th>১ম পিরিয়ড
১১:৫০-১২:৩০
(৪০ মি:)</th><th>২য় পিরিয়ড
১২:৩০-১:১০
(৪০ মি:)</th><th>১:১০-১:৫০
(৪০ মি:)</th><th>৩য় পিরিয়ড
১:৫০ হতে
২:৩০
(৪০ মি:)</th><th>৪র্থ পিরিয়ড
২:৩০-৩:০০
(৩০ মি:)</th><th>৫ম পিরিয়ড
৩:০০-৩:৩০
(৩০ মি:)</th><th>৬ষ্ঠ পিরিয়ড
৩:৩০-৪:০০
(৩০ মি:)</th></tr>
<tr><td>শনিবার</td><td></td><td></td><td rowspan="6">৫ মিনিট বিরতি</td><td></td><td></td><td rowspan="6">দৈনিক সমাবেশ</td><td></td><td></td><td rowspan="5">মধ্যাহ্ন বিরতি</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>রবিবার</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>সোমবার</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>মঙ্গলবার</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>বুধবার</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>বৃহস্পতিবার</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">টিফিন, কাবিং, সহপাঠক্রমিক ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম</td><td>ছুটি</td><td>ছুটি</td><td>ছুটি</td></tr>
</table>

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির সময়সূচি : সকাল ৯:০০টা হতে সকাল ১১:৩০টা পর্যন্ত।
- বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের কার্যক্রম : দুপুর ২:৩০টা পর্যন্ত (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)।

০৩/০৭/২০২০

নাজমা শেখ
উপ-সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

০৭/৭/২০২০

সোহেল আহমেদ
মহাপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দৈনিক ক্লাস রুটিন (এক শিফট, ২০১৯)

দৈনিক ক্লাস রুটিন (দুই শিফট, ২০১৯)

দুই শিফটে পরিচালিত বিদ্যালয়ের জন্য ক্লাস রুটিনের নমুনা

			১ম শিফট					২য় শিফট								
			১ম	২য়	৩য়	৪র্থ			১ম	২য়		৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ
বার	শিক্ষকের নাম	শ্রেণি	৯.১৫-১০.০৫	১০.০৮-১০.৪৫	১০.৪৮-১১.২৫	১১.২৮-১২.০০	১২.০০-১২.১৫	শ্রেণি	১২.১৮-১২.৫৫	১২.৫৮-১.৩০	১.৩১-২.০০	২.০১-২.৩৫	২.৩৬-৩.১০	৩.১১-৩.৪৫	৩.৪৬-৪.১৫
শনিবার								৩য়	বাংলা	প্রা.গণিত		প্রা.বিজ্ঞান	ইংরেজি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	ধর্ম ও নৈ.শি.
		১ম	বাংলা	প্রা. গণিত	ইংরেজি	ধর্ম ও নৈ.শি.		৪র্থ	বাংলা	প্রা.গণিত		প্রা.বিজ্ঞান	ইংরেজি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	ধর্ম ও নৈ.শি.
		২য়	বাংলা	প্রা. গণিত	ইংরেজি	ধর্ম ও নৈ.শি.		৫ম	প্রা.গণিত	ইংরেজি		বাংলা	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	প্রা.বিজ্ঞান	ধর্ম ও নৈ.শি.
রবিবার								৩য়	বাংলা	প্রা.গণিত		প্রা.বিজ্ঞান	ইংরেজি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	ধর্ম ও নৈ.শি.
		১ম	বাংলা	প্রা. গণিত	ইংরেজি	প.প		৪র্থ	বাংলা	প্রা.গণিত		প্রা.বিজ্ঞান	ইংরেজি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	ধর্ম ও নৈ.শি.
		২য়	বাংলা	প্রা. গণিত	ইংরেজি	প.প		৫ম	প্রা.গণিত	ইংরেজি		বাংলা	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	প্রা.বিজ্ঞান	ধর্ম ও নৈ.শি.
সোমবার								৩য়	বাংলা	প্রা.গণিত	বিরতি	প্রা.বিজ্ঞান	ইংরেজি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	চারু ও কারুকলা
		১ম	বাংলা	প্রা. গণিত	ইংরেজি	শা.শি	দৈনিক সমাবেশ	৪র্থ	বাংলা	প্রা.গণিত		প্রা.বিজ্ঞান	ইংরেজি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	চারু ও কারুকলা
		২য়	ইংরেজি	বাংলা	প্রা. গণিত	শা.শি		৫ম	প্রা.গণিত	ইংরেজি		বাংলা	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	প্রা.বিজ্ঞান	চারু ও কারুকলা
মঙ্গলবার								৩য়	বাংলা	প্রা.গণিত		প্রা.বিজ্ঞান	ইংরেজি	ধর্ম ও নৈ.শি.	সঙ্গীত
		১ম	ইংরেজি	প্রা. গণিত	বাংলা	চারু ও কারুকলা		৪র্থ	বাংলা	প্রা.গণিত		প্রা.বিজ্ঞান	ইংরেজি	ধর্ম ও নৈ.শি.	সঙ্গীত
		২য়	বাংলা	ইংরেজি	প্রা. গণিত	চারু ও কারুকলা		৫ম	প্রা.গণিত	ইংরেজি		বাংলা	ধর্ম ও নৈ.শি.	প্রা.বিজ্ঞান	সঙ্গীত
বুধবার								৩য়	বাংলা	প্রা.গণিত		ইংরেজি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	শা.শি	SRM
		১ম	ইংরেজি	প্রা. গণিত	বাংলা	প.প		৪র্থ	বাংলা	প্রা.গণিত		ইংরেজি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	শা.শি	SRM
		২য়	বাংলা	ইংরেজি	প্রা. গণিত	প.প		৫ম	প্রা.গণিত	ইংরেজি		বাংলা	শা.শি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	SRM
বৃহস্পতিবার								৩য়	বাংলা	প্রা.গণিত	ইংরেজি		শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন সভা		
		১ম	প্রা. গণিত	বাংলা		সংগীত		৪র্থ	বাংলা	প্রা.গণিত	ইংরেজি				
		২য়	বাংলা	প্রা. গণিত	SRM	সংগীত		৫ম	ইংরেজি	বাংলা	প্রা.গণিত				

* শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্ধারিত পিরিয়ড সংখ্যা ও বিদ্যালয়ের কর্মঘণ্টা ঠিক রেখে শ্রেণি শিক্ষকের দক্ষতা ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিবেচনা করে প্রধান শিক্ষক ক্লাস রুটিন পরিবর্তন করতে পারবেন।

প.প= পরিবেশ পরিচিতি, শা.শি= শারীরিক শিক্ষা, ধর্ম ও নৈ.শি= ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, প্রা. গণিত= প্রাথমিক গণিত

4